২১২

তারিখ ..02 OCT 1998... ...
পৃষ্ঠা ১ : কলাম ... ২......

ভোরের কাগজ

৪ বছরে ৩০টি অপহরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো অপহরণকারীদের নিরাপদ আস্তানা

পিনাকী রায় : মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে অপহৃতদের আটক রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো এখন অপহরণকারীদের কাছে নিরাপদ আস্তানা। বহিরাগত সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এমন সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা নিয়ে গত ৪ বছর ধরে হলগুলোকে অপহৃত ব্যক্তিদের আটক রাখার জন্য আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তাদের হাত থেকে নারী ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না।

নগরীর অন্যান্য আস্তানা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে অপহরণকারীরা নিরাপদ মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যথারীতি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। অন্য দশটি কমিটির মতো সময়ের তালে তালে এসব কমিটির সুপারিশও ফাইলচাপা পড়ে থাকে। গত ৪ বছরে কমপক্ষে ৩০টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনো ছাত্রের বিরুদ্ধে একাডেমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এমন নজির পাওয়া যায়নি।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন, সূর্যসেন, শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে অপহৃতদের আটক রেখে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা বেশি ঘটেছে। অনেক সময় পাওনা টাকা আদায় করে দেওয়ার জন্য ঢাকার অনেক ব্যবসায়ী সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে থাকে। ভোরের কাগজের সঙ্গে আলাপকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টর এ ধরনের ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে বলে স্বীকার করেছেন। তবে ঘটনা জানতে পারলে অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন তারা।

১৯৯৫ সালে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সূর্যসেন হলের ছাত্রদল কর্মী আসাদ শিবিরের একজন সদস্যের সহায়তায় জনৈক আদম ব্যবসায়ীর শিশুপুত্রকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়কালে অপরাজেয় বাংলার সামনে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আসাদকে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করলেও পরে ছাত্রদল নেতাদের সুপারিশে তৎকালীন উপাচার্য তাকে ক্ষমা করে দেন। আসাদের শাস্তিদান ও ক্ষমার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার ও উপরেজিস্ট্রার (শিক্ষা) কিছুই অবগত নন বলে জানিয়েছেন। এর আগে ১৯৯৪ সালে নীলক্ষেতের এক ব্যবসায়ীকে এবং কিছুদিন পর অপর এক ব্যবসায়ীর স্কুল পড়ুয়া পুত্রকে মহসীন হলের ছাত্রদল ক্যাডাররা মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশে আটক করেছিল। পরে ব্যবসায়ীর পুত্রকে ৬ হাজার টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৯৫ সালে ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ গ্রুপের সদস্যরা জগন্নাথ হলের ৫৬ নম্বর ও ৪৪২ নম্বর রুমে কয়েকজনকে আটকে মুক্তিপণ আদায় করে বলে জানা গেছে। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে গুলশানের এক ব্যবসায়ীকে ছাত্রদলের ক্যাডাররা অপহরণ করে মহসীন হলে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা চালায়। এর আগে ১৯৯৫ সালে মহসীন হলেরই এই চক্রটি আর একজন ব্যবসায়ীকে আটকে রাখে। পরে তিন তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে ঐ ব্যবসায়ী জীবন রক্ষা করেন।

১৯৯৬ সালে জহুরুল হক হলের ২৬০ নম্বর কক্ষে সন্ত্রাসীরা একজনকে আটক করে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় পুলিশ ক্যাম্পাস থেকে সুমন নামে এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে সূর্যসেন হলের ছাত্রদলের ক্যাডাররা চট্টগ্রাম থেকে আসা এক তরুণীকে তার ভাইয়ের কাছ থেকে অপহরণ করে। ১৯৯৭ সালে শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে অবস্থানকারী বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ছাত্রদের সহযোগিতায় উদয়ন স্কুলের তিনজন ছাত্রকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পুলিশ উদয়ন স্কুলের সামনে থেকে ৬ জনকে আটক করেছিল।

মাস কয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সামনের রাস্তায় নির্মাণাধীন স্যুয়ারেজ লাইনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীকে চাঁদা না দেওয়ায় মহসীন হলের ক্যাডাররা অস্ত্রের মুখে তাকে হলে ধরে নিয়ে কয়েক ঘন্টা আটক করে রেখেছিল।

অপহরণের সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৭ সেপ্টেম্বর। অপহৃত হারুন অর রশিদ তার তার বন্ধু কাছ থেকে নেওয়া ১৬ হাজার টাকা ফেরত দিতে না পারায় মহসীন ও তার সঙ্গীরা তাকে অপহরণ করে সূর্যসেন হলের ১৭৬ নম্বর রুমে আটক করে রাখে। পিজি হাসপাতালের সামনে হারুনের আত্মীয়ের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা মুক্তিপণ নেওয়ার সময় পুলিশ হাতেনাতে মহসীন ও ফারুককে গ্রেপ্তার করে অপহৃত ব্যবসায়ী হারুনকে উদ্ধার করে।

গ্রেপ্তারকৃত সাইদুজ্জামান মহসীন ওরফে মোবাইল মহসীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাস্টার্সের ছাত্র বলে জানা গেছে। সে নিজেকে ছাত্রলীগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো অপহরণকারীদের নিরাপদ আস্তানা

● প্রথম পাতার পর

কর্মী বলে দাবি করতো বলে হলের সাধারণ ছাত্ররা জানিয়েছে। অবশ্য ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারি গ্রেপ্তারকৃত অপহরণকারীর সঙ্গে ছাত্রলীগের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেন, সে ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে থাকতে পারে।

হলের সাধারণ ছাত্ররা এ প্রতিবেদককে জানিয়েছে, সূর্যসেন হলের ১৭৪ নম্বর রুমের বাসিন্দা মহসীনকে নানা অপকর্মে সহায়তা করতো গ্রেপ্তারকৃত ফারুকসহ আরো কয়েজন ছাত্র। সে ছাত্রলীগের সূর্যসেন হল শাখার সাবেক সভাপতি ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যের আত্মীয় বলে জানা গেছে। মহসীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নানা ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং গভীর রাত পর্যন্ত নানা ধরনের লোকজন তার কাছে আসা যাওয়া করতো বলে হলের ছাত্ররা জানিয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজে একটি ধর্ষণের ঘটনা ও হলে কমপক্ষে তিন চারটি মারামারির ঘটনায় সে জড়িত ছিল বলে ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টর ড. এ কে এম নূর-উন নবী বলেন, '১৯৯৬ সালের পর থেকে অপহরণের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানতে পারলেই সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তার আগের কথা আমরা বলতে পারবো না।'

সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট ও এ ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির সদস্য এ এফ এম ইউসুফ হায়দার এ ব্যাপারে বলেন, হাউস টিউটরদের নিয়ে গঠিত হল তদন্ত কমিটি কাজ করছে। কাজের অনেক অগ্রগতিও হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার পর সব ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনার বিরুদ্ধে আমি ব্যবস্থা নিয়েছি।' সাম্প্রতিক ঘটনার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'তদন্ত কমিটিকে আমিও তথ্য দিয়ে সহায়তা করছি। ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাডেমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'